যুব-সমস্যা ও তার শরয়ী সমাধান

বিভাগ/অধ্যায়ঃ পরিশিষ্ট

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ আবদুল হামীদ ফাইযী

পরিশিষ্ট

যুবক বন্ধু আমার! পরিশেষে আশা করব যে, তুমি সেই যুবকদলের অন্তর্ভুক্ত হবে, যারা নিজেদের যৌবনকাল আল্লাহর আনুগত্যে অতিবাহিত করে কাল কিয়ামতের ছায়াহীন রৌদ্রতপ্ত মাঠে আল্লাহর আরশের ছায়ার নিচে স্থান পাবে।

বহু কথাই তো জানলে। এবারে দরকার হল, তা আমলে পরিণত করা, উপদেষ্টার উপদেশ গ্রহণ করা। মহান আল্লাহ বলেন, “যে ভয় করে, সে উপদেশ গ্রহণ করবে এবং তা উপেক্ষা। করবে সেই, যে নিতান্ত হতভাগ্য।” (সূরা আ”লা ১০-১১ আয়াত)

প্রীতিভাজন বন্ধু! এখনো সময় আছে। তওবার দরজা খোলা আছে এখনো। যদি তুমি কোন কুপথে ভ্রষ্ট থাক, তাহলে সুপথে ফিরে এস। মহান স্রষ্টা ডাক দিয়ে বলেন, “(হে নবী!) তুমি বল, যারা নিজেদের প্রতি যুলুম করেছ, তারা আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হয়ো না। আল্লাহ সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেবেন, নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, দয়াময়। তোমাদের নিকট শাস্তি আসার পূর্বেই তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অভিমুখী হও এবং তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ কর। শাস্তি এসে পড়লে সাহায্য পাবে না। তোমাদের অজ্ঞাতসারে তোমাদের উপর অতর্কিতভাবে শাস্তি আসার পূর্বেই তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালক হতে যে উত্তম কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে তার অনুসরণ কর।

যাতে কাউকে বলতে না হয়, হায়! আল্লাহর প্রতি আমার কর্তব্যে আমি তো শৈথিল্য করেছি এবং আমি ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতাম। অথবা কেউ যেন না বলে, আল্লাহ আমাকে পথপ্রদর্শন করলে আমি তো অবশ্যই সংযমীদের অন্তর্গত হতাম। অথবা শাস্তি প্রত্যক্ষ করলে যেন কাউকে বলতে না হয়, আহা! যদি একবার পৃথিবীতে আমার প্রত্যাবর্তন হত, তবে আমি সৎকর্মপরায়ণ হতাম। (আল্লাহ বলবেন,) বরং নিশ্চয় তোমার নিকট আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল; কিন্তু তোমরা তো তা মিথ্যা মনে করেছিলে, অহংকার করেছিলে এবং অবিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে।” (সূরা যুমার ৫৩-৫৯)

বন্ধু আমার! আর তোমার কাছে এই আশা করব যে, তুমি সেই লোকদের দলভুক্ত হবে না, যাদের সম্বন্ধে মহান আল্লাহ বলেন, “যখন তাকে বলা হয়, তুমি আল্লাহকে ভয় কর, তখন তার পাপ তাকে অহংকারে উদ্বুদ্ধ করে। সুতরাং তার জন্য দোযখই যথেষ্ট। আর নিশ্চয় তা হল নিকৃষ্টতর আশ্রয়স্থল।” (সূরা বাক্বারাহ ২০৬ আয়াত)।

বরং বিনয়ী হয়ে সত্যের দিকে প্রত্যাবর্তন কর। আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করে ক্ষমাপ্রার্থী হও এবং তারই একান্ত অনুগত হয়ে যাও। আর তারই পথে, তারই দিকে মানুষকে আহ্বান শুরু করে দাও। ইসলামী পুনর্জাগরণের আন্দোলনে তুমিও শামিল হয়ে যাও। মৃত ও ঘুমন্ত মুসলিম সমাজকে জীবিত ও জাগ্রত করার জন্য তোমার বড় ভূমিকা তুমি পালন কর।

ওরে নবীন, ওরে আমার কঁচা,

ওরে সবুজ, ওরে অবুঝ,

আধ-মরাদের ঘা মেরে তুই বাচা।---

জাগো হে যুবক ঘরে ঘরে আজি

ওঠরে জাগিয়া ওঠ,

পাপের বন্যায় ডুবিছে মানুষ

বাচাও চলরে ছোট।

বেঘোর ঘুমেতে থেকো না সুপ্ত

ওঠ চল ধর হাল,

সময় হয়েছে বাচাও ঈমান

ডাকিতেছে মহাকাল।

ঘরে ঘরে জ্বালো নুরের বাতি

ইসলামী তেল ঢেলে,

দুর কর যত শয়তানী আঁধার

ইলাহী প্রদীপ জ্বেলে।

জীবন মানুষ সমাজ গড়

গড়ে তোল তব দেশ,

গ্রাম-শহরে গড়ে তোল সবে

শান্তির পরিবেশ।

যুলুমবাজের স্বার্থ হানো

ওঠ দিয়ে হুঙ্কার,

মুখরিত হোক না'রায়ে তকবীর

আল্লাহু আকবার।

وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين

সমাপ্ত

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=12497

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন